পুস্তক সমালোচনা

The Language of God: A Scientist Presents Evidence for God by Francis S Collins, Simon and Schuster, $ 26.00

আমরা পূর্বের সংখ্যায় এ গুরুত্বপূর্ণ পুস্তকটির সমালোচনার সূত্রপাত করেছি। সেখানে যাঁরা পুস্তকটির প্রশংসা করেছেন এবং এর ভাল দিকটি তুলে ধরেছেন তাদের কথা বলা হয়েছে। এই পর্বে যারা পুস্তকটির তীব্র সমালোচনা করেছেন তাদের বক্তব্য তুলে ধরা হলো। এদের মধ্যে রয়েছেন খ্যাতনামা পদার্থবিদ ভিক্টর জে স্টেনগার।[১] স্টেনগার `A lack of evidence'এই শিরোনামে পুস্তকটির তীব্র অথচ গঠনমূলক সমালোচনা করেছেন। আমরা স্টেনগারের প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ পাঠকের হাতে তুলে ধরছি।[২]

সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাব

ভিক্টর স্টেনগার

প্রায় সকল বৈজ্ঞানিকই ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নন- এর পেছনে দুটি সরল কারণ উপস্থিত: প্রথমত, এর পেছনে তাঁরা কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ দেখতে পান না; দ্বিতীয়ত, তাঁরা তাদের পর্যবেক্ষণাদির ব্যাখ্যায় যে মডেল তৈরি করে থাকেন এতে কোন অতিপ্রাকৃতিক উপাদানের অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজন হয় না। তবুও তাঁরা ধর্মীয় বিষয় ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসাকে সর্বতোভাবে বিচ্ছিন্ন দুটি কক্ষে আবদ্ধ রাখতে চান। স্টিফেন জে গোউল্ড যাকে বলেছেন,[৩] "পরস্পরকে আচ্ছাদন করতে অক্ষম দুটি শাসন বলয় (non overlapping magisterial)" এর ফলে অবিশ্বাসী বৈজ্ঞানিকেরা অবলীলায় ধর্মের প্রসঙ্গকে এড়িয়ে যেতে পারেন- যার ফলে এরা তাদের কাছে গবেষণার জন্য মহামূল্যবান অর্থপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হন না। আর ঈশ্বরে বিশ্বাসী বৈজ্ঞানিকেরাও তাদের চিন্তাধারাকে বিচ্ছিন্ন কক্ষে আবদ্ধ রাখতে পারেন, এবং তাঁরা কখনও একই নিঃশ্বাসে বিজ্ঞান ও ধর্ম বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন না।

অবশ্য, এটি কখনও সম্ভব হবে না যদি আপনি ফ্রান্সিস কলিন্স[৪] হয়ে থাকেন- যিনি একাধারে সুসমাচারে বিশ্বাসী খ্রিস্টান (evangelical Christian), এবং অন্যপক্ষে যিনি 'মনুষ্য জেনোম প্রকল্পের'(A Human Genom Project) নেতৃত্বে রয়েছেন। ঈশ্বরের ভাষা (The Language of God) হলো কলিন্সের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ফসল যেখানে তিনি ব্যাখ্যা দিয়েছেন কীভাবে তিনি বিজ্ঞানের সাথে তাঁর ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে আপোষ বা সমন্বয় সাধন করেছেন। একদল খ্রিস্টান চিকিৎসকের মাঝে বক্তৃতা দেওয়ার অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনায় তিনি বলেছেন যে, যখন তিনি নিজেকে একই সাথে নিষ্ঠাবান বিজ্ঞানী ও যিশুর অনুসারী বলে নিজেকে তুলে ধরেছেন, তখন শ্রোতারা কীভাবে হাসি দিয়ে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, আবার সেই শ্রোতাদেরই উষ্ণ অভ্যর্থনা কক্ষ থেকে নিমেষেই উবে গিয়েছিল যখন তিনি তাঁদের কাছে বিবর্তনবাদকে মনুষ্য সৃষ্টির এক চমৎকার ঐশ্বরিক পরিকল্পনা (God's elegant plan) হতে পারে এই মর্মে ব্যাখ্যা দিচ্ছিলেন; অনেক শ্রোতাই হতাশায় মাথা নাড়তে নাড়তে (shaking their heads in dismay) সভা কক্ষ ত্যাগ করেছিলেন।

আমেরিকায় অধিকাংশ খ্রীস্টান যে বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী নন তার কারণ সম্পর্কে কলিন্স সম্পূর্ণভাবে অবহিত আছেন: ডারুইনবাদের অন্তর্নিহিত অর্থ হচ্ছে মনুষ্যজাতি হঠাৎ করেই উদ্ভূত হয়েছে- যা 'মনুষ্যজাতি হল ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবিতে (

ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট) বিশেষ সৃষ্টি'- এই ঐতিহ্যিক শিক্ষার বিরোধিতা করে। তাঁর ব্যাখ্যা হল, ঈশ্বর হলেন, "প্রকৃতি বহির্ভূত"(outside of nature) একটি স্বয়ম্ভু সত্তা এবং তাই ভবিষ্যতের সকল কিছু তিনি অনুপুঙ্খভাবে জানেন। সুতরাং আমাদের কাছে বিবর্তনবাদ হঠাৎ করে আবির্ভূত হয়েছে মনে হলেও, ঈশ্বরের পরিপ্রেক্ষিতে ফলাফল অর্থাৎ মনুষ্য প্রজাতির উদ্ভব "সম্পূর্ণরূপে পূর্বনির্দেশিত" (entirely specified)। কলিন্স অবশ্য স্পষ্ট করে বলেন না, এখানে কোথায় মানুষের মুক্ত বা স্বাধীন ইচ্ছার অবকাশ আছে। তার যুক্তি এটিই প্রদর্শন করে যা কেবলমাত্র 'মরিচিকা' বলেই প্রতিভাত হতে পারে।

কলিন্স একটা চমৎকার কাজ করেছেন জেনোম ও ডিএনএ-এর ওপর তাঁর নিজস্ব কাজের ব্যাখ্যাদান করে, যা থেকে উৎসাহিত বোধ করেন এই ভেবে যে এটি মহান ঈশ্বরেরই কাজ। তিনি অবশ্য আধুনিক ' সৃষ্টিবাদ ও বুদ্ধিদীপ্ত নকসার' (creationism and intelligent design) ত্রুটিসমূহকে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরতে পেছপা হননি। কিন্তু পুস্তকটির উপশিরোনামে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, যে কলিন্স বিশ্বাসের পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করবেন তা তিনি উপস্থাপনে ব্যর্থ হয়েছেন, যা উপস্থিত করেছেন তা ভাসাভাসা এবং অসঙ্গত। তিনি যদিও স্বীকার করেছেন যে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে মনুষ্য আবির্ভাব বেশ একটি জটিল ব্যাপার এই যুক্তিকে বলশালী করে তবুও তিনি জোরের সাথে ঘোষণা দেন যে ঈশ্বর এ পথই বেছে নিয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই পথ অনুসরণ করে যৌক্তিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেননি:অর্থাৎ ' এ পথ ধরে চলতে হলে ঈশ্বরের কোন প্রয়োজন নেই।'[৫]

এরও আগে কলিন্স সুনিশ্চিতভাবে উল্লেখ করেছেন যে আমেরিকার বহু বিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞান সংস্থা যেমন জাতীয় একাডেমী অব সায়েন্স' এর সদস্যদের অবস্থান হল- ' ঈশ্বর ও অতিপ্রাকৃত বিষয় নিয়ে বিজ্ঞানের কিছু বলার নেই'(science has nothing to say about God and the supernatural)। অনেক ঘটনার মুখের ওপরই তা ঘটে থাকে। অনেক খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক এমন সব বিষয় নিয়ে গবেষণা করছেন যা, অন্তত নীতিগতভাবে, অতিপ্রাকৃত নিদর্শন প্রদর্শন করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে সম্প্রতি হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়, মায়ো ক্লিনিক এবং ডিউক বিশ্ববিদ্যালয় অন্ধের এফিক্যাসি, রোগীর স্বাস্থ্যের ওপর দূর প্রার্থনার ফলাফল নিয়ে সম্প্রতি ফলাফল প্রকাশ করেছেন। প্রার্থনার প্রভাব রোগীর কোন উপকার সাধিত করেছে এমন সমর্থন পাওয়া যায়নি। তবে অন্য ধরনের ফলাফলও হতে পারত। উদাহরণ হিসেবে কল্পনা করুন, ফলাফল ধনাত্মক হলে, আরও বিশেষভাবে কোন বিশেষ ধরনের প্রার্থনা, ধরা যাক, ক্যাথলিক ধর্মভিত্তিক প্রার্থনায় কাজ হল। তাহলে? আমি জানি, আমার জন্য বেশ কষ্টকর হত এর পক্ষে একটি স্বাভাবিক প্রকৃতিগত ব্যাখ্যা খুঁজে পেতে।

এরপর কলিন্স 'বিগব্যাং' বা মহাবিস্ফোরণের প্রসঙ্গ টেনে বলেছেন- "আমি বুঝতে পারি না প্রকৃতি নিজেই কেমন করে নিজেকে সৃষ্টি করতে পারে? স্থান-কালের বাইরে থাকা কোন অতিপ্রাকৃত শক্তিই কেবল তা করতে সক্ষম।"[৬] তিনি দেখতে পারেন না- তাঁর এই বক্তব্য অতিপ্রাকৃত শক্তির অস্তিত্বের পক্ষে কোন সাক্ষ্য হতে পারে না। এছাড়া তিনি মহাকাশবিজ্ঞানীদের সাম্প্রতিক গবেষণার তথ্যকে গণনার মধ্যে ধরেননি; স্থান ও কাল যে আবশ্যকীয়ভাবে বিগ-ব্যাংয়ের সাথেই সৃষ্টি হয়েছে- এমনটি তাঁরা বর্তমানে মনে করেন না। অনেক বিচিত্র বিষয় যা মহাবিশ্বের প্রাকৃতিক উৎসের সাথে সম্পর্কিত এবং সম্প্রতি খ্যাতনামা বিজ্ঞান সাময়িকীগুলোতে প্রথম শ্রেণীর উৎকৃষ্ট পদার্থবিদগণ কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে তিনি সেসবের উল্লেখ করেননি।

কলিন্স অতঃপর তথাকথিত এনথ্রোপিক নীতি (Anthropic principle) নিয়ে আলোচনায় নেমেছেন- যে নীতির সার কথা হল পদার্থবিদ্যার ধ্রুবকগুলোকে জীবন বিকাশের উপযোগী করে সুসমন্বিত করা হয়েছে (ঈশ্বর কর্তৃক)।[৭] যেমনটি দার্শনিক হিউম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, 'প্রদর্শনীমূলক কোন সাক্ষ্য উত্থাপন করার প্রয়োজন নেই এটি প্রমাণ করতে যে সব নিদর্শনে আমাদের কোন অভিজ্ঞতা নেই তাদের সাথে সেই সব নিদর্শনের মিল রয়েছে যাদের উপর আমাদের অভিজ্ঞতা রয়েছে। অন্যকথায়, আমাদের বিশ্বের নিয়ম কানুন ও ধ্রুবক সম্বলিত অন্য মহাবিশ্ব সম্পর্কে সিদ্ধান্ত টানতে আমরা পারি না। জীবনের উপযোগী হয়ে মহাবিশ্বকে সুসমন্বিত করা হয়নি, বরং জীবনকেই বেঁচে থাকার জন্য মহাবিশ্বের সাথে নিজেকে সুসমন্বিত করতে হয়েছে।